অধ্যক্ষের কার্যালয়
শেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নবীনগর, শেরপুর।
Web: www.sherpurtsc.gov.bd
E-mail: sherpurtsc@gmail.com

স্মারক নং - ৫৭.০৩.৮৯০০.৫০১.৯৯.০২০(খণ্ড-১).১৯-৫৪১ তারিখঃ ২৭/০৯/২০২৩ খ্রিঃ

দপ্তর নির্দেশ

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০৩.০০০০.০২৪.৫১.০০১.৪৫৫, তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ করার জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩ অনুযায়ী কার্যপরিধি বাস্তবায়ন করবেন।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে পদবী
১.	জনাব সুদর্শন সাহা, অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত)	সভাপতি
২.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, চীফ ইন্সট্রাক্টর (ড্রেস মেকিং)	সদস্য
৩.	জনাব আবুল মাসুদ করিম, ইন্সট্রাক্টর(গণিত)	সদস্য
৪.	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, জুনিয়র ইন্স. (কম্পিউটার)	সদস্য
৫.	জনাব ইমদাদুল হক, জুনিয়র ইন্স. (পোল্ট্রি)	সদস্য
৬.	জনাব মোঃ মোর্শেদ আলম, জুনিয়র ইন্স. (ইলেক)	সদস্য
৭.	জনাব রেজুয়ানুল হক, ইন্সট্রাক্টর(রসায়ন)	সদস্য-সচিব

স্বা/
(সুদর্শন সাহা)
অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত)
শেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নবীনগর, শেরপুর।

স্মারক নং - ৫৭.০৩.৮৯০০.৫০১.০২.০০৪.(খণ্ড-১).১৯-৫৪১(৫) তারিখ : ২৭/০৯/২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
২। পরিচালক(ভোকেশনাল/প্রশাসন/পিআইডব্লিউ/পিআইউ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৩। বিভাগীয় প্রধান(সকল), অত্র প্রতিষ্ঠান।
৪। জনাব ---, অত্র প্রতিষ্ঠান।
৫। নথি।

২৭/৯/২৩
(সুদর্শন সাহা)
অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত)
শেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
নবীনগর, শেরপুর।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৩ সনের ২৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৯, ২০২৩

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪০৩—৪১১	৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭২১—৭৪০	৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(১) ..... সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের জনগণনা।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(২) ......সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশের শিশু মৃত্যুর আনুমানিক হিসাব।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৩৮—৫৫২	(৩) ...... সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশের টিকা জাতীয় ফসলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
		(৪) ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বছরের ৮ উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
		(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
		(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বই তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩ বৈশাখ ১৪৩০/১৬ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪০—মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-৩৩, তারিখ: ২৩-১০-২০২১ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তাদের অধীনে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪১—চাঁদপুর জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ০৬-১০-২০২১ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৮(২)(৭)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তাদের অধীনে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৫৪২—চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ ২৭-০১-২০২১ খ্রি.-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)]-এর ৮/৯(২)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

[illegible], উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
[illegible], উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন।

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৭ বৈশাখ, ১৪৩০/৩০ এপ্রিল, ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.১০৯.১৪-১৮৩—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১ (১) অনুযায়ী ড. শাহরীন খান প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, ঢাকা- কে-উক্ত ইউনিভার্সিটি এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

ক) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৮.১১৪.১৭-১৮৪—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ (১) অনুযায়ী ড. প্রকৌশলী মো: শাহ আলম, অধ্যাপক ও ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ, মিলিস্ট (মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-কে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোন সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

বেসরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৯ বৈশাখ, ১৪৩০/০২ মে, ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭২.০৪৪.০০৭.২২.১০৩—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Rugging) এর মত সামাজিক অপরাধসমূহ প্রতিরোধ, প্রতিকার এবং অবসানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিরোনাম :

১.১ এ নীতিমালা "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

১.২ এ নীতিমালা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১.৩ জনস্বার্থে এ নীতিমালা জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। এই নীতিমালায়—

(ক) 'অভিভাবক' অর্থে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা, পিতা-মাতার অবর্তমানে আইনানুগ অভিভাবককে বুঝাবে।

(খ) 'অশিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারী' অর্থে শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুঝাবে;

(গ) 'কাউন্সিলর' অর্থে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সিলিং এর জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে বুঝাবে;

(ঘ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থে

(১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

(২) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি/এডহক কমিটি/বিশেষ কমিটি/প্রতিষ্ঠান প্রধানকে বুঝাবে;

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর, শিক্ষাবোর্ডসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝাবে;

(ঙ) 'বুলিং ও র‍্যাগিং' অর্থে নীতিমালার ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আচরণকে বুঝাবে;

(চ) 'শিক্ষক' অর্থে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত স্থায়ী/অস্থায়ী/খণ্ডকালীন সকল শিক্ষককে বুঝাবে;

(ছ) 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(জ) 'শিক্ষার্থী' অর্থে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে বুঝাবে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং :

৩.১ মৌখিক বুলিং, র‍্যাগিং :

কাউকে উদ্দেশ্য করে মানহানিকর/অপমানজনক এমন কিছু বলা বা লেখা বা খারাপ কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে ইত্যাদিকে মৌখিক বুলিং বুঝাবে। যেমন- উপহাস করা, খারাপ নামে সম্বোধন করা বা ডাকা, অশালীন শব্দ ব্যবহার করা, গালিগালাজ করা, শিস দেওয়া, হুমকি দেওয়া, শারীরিক অসমর্থতাকে নিয়ে উপহাস করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.২ শারীরিক বুলিং ও র‍্যাগিং:

কাউকে কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করা, চড়-থাপ্পড়, শরীরে পানি বা রং ঢেলে দেওয়া, লাথি মারা, ধাক্কা মারা, খোঁচা দেওয়া, থুথু মারা, বেঁধে রাখা, কোনো বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে/বসে বা বিশেষ অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দেওয়া অথবা কোনো কিছু করতে বা করতে বাধ্য করা, কারো কোনো জিনিসপত্র জোর করে নিয়ে যাওয়া বা ভেঙ্গে ফেলা, মুখ বা হাত দিয়ে অশালীন বা অসৌজন্যমূলক অঙ্গভঙ্গি করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৩ সামাজিক বুলিং ও র‍্যাগিং

কারো সম্পর্কে গুজব ছড়ানো, প্রকাশ্যে কাউকে অপমান করা, বর্ণ, ধর্ম, জাতি, পেশা, দেশ, গায়ের রং, অঞ্চল বা জাত তুলে কোনো কথা বলা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৪ সাইবার বুলিং র‍্যাগিং

কারো সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কটু কিছু লেখা বা ছবি বা অশালীন ব্যঙ্গাত্মক কিছু পোস্ট করে তাকে অপদস্থ করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৫ সেক্সুয়াল (Sexual) বুলিং ও র‍্যাগিং

ইচ্ছাকৃতভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আপত্তিজনক স্পর্শ করা বা করার চেষ্টা করা, ইঙ্গিতবাহী চিহ্ন প্রদর্শন করা, আপত্তিকর কিছু দেখানো, কাপড় টেনে খোলা বা খুলতে বাধ্য করা বা অনুরূপ কার্যাদি।

৩.৬ উপরে বর্ণনা করা হয়নি এমন কর্ম, আচরণ, কার্যাদি যা অসম্মানজনক, অপমানজনক ও মানহানিকর এবং শারীরিক/মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে, তা যে নামেই হোক না কেন তা বুলিং ও র‍্যাগিং হিসেবে গণ্য হবে।

৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি গঠন এবং কার্যপরিধি।

বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষ ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি Anti Bullying Committee (ABC) কমিটি গঠন করতে হবে। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে।

৪.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আত্মহত্যা (Suicide), বুলিং (Bullying) ও র‍্যাগিং (Ragging) সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের ঝুঁকি প্রতিরোধে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ কমিটি (ABC) সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.২ শিক্ষা বছরের শুরুতেই কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে এবং পরবর্তীতে ৩ মাস অন্তর অন্তর শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের নিয়ে সভা/ মতবিনিময় সভা /সেমিনার /সিম্পোজিয়াম/ ওয়ার্কশপ আয়োজন করবে।

৪.৩ এই কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং হয় কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণের জন্য Bullying/Ragging Logs তৈরি করবেন, প্রয়োজনে পদ্ধতি (Self Report Peer Nomination, Teachers Nomination) ব্যবহার করবে।

৪.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে কমিটি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কমিটি 'অভিযোগ বক্স/ডিজিটাল গ্রুপ বক্স' রাখার ব্যবস্থা করবে এবং অভিযোগের ধরন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের করণীয়।

৫.১ বুলিং এবং র‍্যাগিং উৎসাহিত হয় এরূপ কোনো কর্মকাণ্ড/সমাবেশ/অনুষ্ঠান করা যাবে না।

৫.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব জায়গায় বুলিং ও র‍্যাগিং হওয়ার আশংকা থাকে, সেসব জায়গায় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা করবে।

৫.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (আবাসিক হলসহ) কর্তৃপক্ষ তাদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বুলিং ও র‍্যাগিং এর ঘটনার বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করবে; অন্যথায় নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী হবে।

৫.৪ বুলিং ও র‍্যাগিং এর উদাহরণ এবং শাস্তির সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ওয়েবসাইটে এবং প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে পোস্টারের মাধ্যমে প্রচারণা চালাবে।

৫.৫ শিক্ষাবর্ষের শুরুতে একদিন 'বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধ দিবস' পালন করে বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্টদের সচেতন করবে।

৫.৬ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী/শিক্ষক/ অভিভাবকদের শপথ নিতে হবে। পাঠকৃত শপথ পত্রে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করবেন এই মর্মে যে, তারা কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বুলিং ও র‍্যাগিং করবে না, কাউকে বুলিং ও র‍্যাগিং এর শিকার হতে দেখলে রিপোর্ট করবে, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষকে কার্যপক্ষকে অবহিত করবেন।

৫.৭ বুলিং ও র‍্যাগিং এর কুফল সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন, অডিও, ভিডিও ক্লিপ এর প্রদর্শন, অনলাইনে দায়িত্বশীল আচরণের ব্যাপারে Online Behavior সম্পর্কিত কর্মশালা ইত্যাদিসহ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম আয়োজনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৮ কর্তৃপক্ষ বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের 'এক্সট্রা কারিকুলার এ্যাক্টিভিটিজ' এ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। যেমন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে বিকশিত করা লক্ষ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বই পড়ার প্রতিযোগিতা, দাবা, মেলা, খেলাধুলা ও বিভিন্ন খেলাধুলা আয়োজন করবেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতা এবং সহানুভূতিশীলতার শিক্ষা দিতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজে নিযুক্ত করতে হবে।

৫.৯ শিক্ষার্থীরা বুলিং/র‍্যাগিং এর কুফল কিংবা এর ফলে কীভাবে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য এবং সে সঙ্গে বুলিং ও র‍্যাগিং সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই বের করতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য শিক্ষকবৃন্দ Role Play মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

৫.১০ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে তাদের কাউন্সিলিং এর দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। তাদেরকে 'কাউন্সিলর' হিসেবে অভিহিত করা হবে।

৫.১১ বুলিং ও র‍্যাগিং নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৫.১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বুলিং ও র‍্যাগিং বিষয়ে পরিবীক্ষণ করবেন এবং নীতিমালা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

৬। শাস্তির ব্যবস্থা

৬.১ বুলিং, র‍্যাগিং এ কোনো শিক্ষক, অভিভাবক অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন/বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.২ বুলিং ও র‍্যাগিং এ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/এডহক কমিটি/বিশেষ কমিটির কোনো সদস্য/সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট বিধি, আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারি আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিল ও নিষ্পত্তির পদ্ধতিঃ

৭.১ অভিযোগকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট আবেদন দাখিল করবেন।

৭.২ বুলিং ও র‍্যাগিং সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান কমিটি গঠন করে তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৪.৩ এর আইন পরিষদ কমিটির তাদের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৭.৩ তদন্তকারী টিম বুলিং সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে সর্বোচ্চ ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট জমা দিবেন।

৭.৪ প্রতিষ্ঠান প্রধান তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুলিং ও র‍্যাগিং প্রতিরোধে নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় অর্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

৯। সরকার প্রয়োজন মোতাবেক সময়ে সময়ে প্রণীত নীতিমালাটি পরিবর্তন/সংযোজন/বিয়োজন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শাখা-৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ বৈশাখ ১৪৩০/১৮ এপ্রিল ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.২২.০১২.২২.২১৪—বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫২ নম্বর আইন) এর ৬ নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করল।

চেয়ারম্যান

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভাইস-চেয়ারম্যান

২। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

৩। বেগম মমতাজ বেগম, মাননীয় সংসদ সদস্য-১১৯, মানিকগঞ্জ-২

৪। বেগম সুবর্ণা মোস্তফা, মাননীয় সংসদ সদস্য-৩০৪, মহিলা আসন-৪

৫। মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

৭। প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৮। প্রতিনিধি, যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়

৯। জনাব আসাদ মান্নান, বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত

১০। মুক্তিযোদ্ধা ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ